জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাই। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপনের সুযোগ পেয়ে আমি গর্ববোধ করছি। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের নিকট বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে পরিচালনা পর্ষদ সন্তোষ প্রকাশ করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে পেট্রোবাংলার একটি প্রকল্প হিসেবে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের অভিপ্রায়ে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প"-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দু'টি একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাহক সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

জেজিটিডিএসএল প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এর আওতাধীন বৃহত্তর সিলেট বিভাগে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে দেশের জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ কোম্পানি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি মুনাফা অর্জনের ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখেছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আজ এ শুভ মুহূর্তে আমি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্বলিত পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(১) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(ক) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প ঃ

মূল্যবান জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী, দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উন্নত ও ডিজিটাল মিটারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং গৃহস্থালী পর্যায়ে গ্যাসের অপচয় রোধের লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-এর অধিভুক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং সদর উপজেলা বিতরণ এলাকায় সংযোগকৃত আবাসিক শ্রেণির গ্যাস গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত "জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বাস্তবায়নকাল ১ লা জানুয়ারী ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রাঃ লিঃ (ডিটিসিএল), ঢাকা-কে ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ৫০০০০ মিটার সরবরাহ ও স্থাপন, ডাটা সেন্টার ও ডাটা রিকভারি সেন্টার স্থাপন, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহসহ প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেম টেস্টিং-কমিশনিং ইত্যাদি কাজের জন্য “The Consortium of Zenner Metering Technology (Shanghai) Ltd. & Hexing Electrical Co. Ltd. China” এর সাথে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে জেজিটিডিএসএল-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইপিসি ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রিপেইড গ্যাস মিটার, পস ডিভাইস, এনএফসি কার্ড, মিটার ক্যালিব্রেশন সিস্টেম (টেস্ট বেঞ্চ) ইত্যাদি জেজিটিডিএসএল ভান্ডারে/প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। প্রিপেইড মিটার স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতার জন্য স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ, বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং, গ্রাহক প্রান্তে এসএমএস প্রেরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রিপেইড গ্যাস মিটারের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য ২টি ব্যাচে কোম্পানির মোট ৫০ জন কর্মকর্তা-কে বিপিআই, ঢাকাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গ্যাস মিটারসমূহ স্মার্ট টাইপ; এতে এনএফসি (Near Field Communication) কার্ড এবং জিপিআরএস প্রযুক্তির সাহায্যে রিচার্জ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫,০০০ টি প্রিপেইড গ্যাস মিটার গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয়েছে। ডাটা সেন্টার ও ডাটা রিকভারি সেন্টারের সার্ভার, স্টোরেজ ইত্যাদি স্থাপন ও কনফিগারেশন এবং প্রিপেইড মিটারিং সফটওয়্যার চালু করে ১৭ জুলাই ২০২৩ হতে এনএফসি কার্ডের সাহায্যে এবং ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ হতে জেজি প্রিপেইড অ্যাপস এর মাধ্যমে উপায় অনলাইন প্লাটফর্মে পরীক্ষামূলকভাবে ভেন্ডিং সিস্টেম/রিচার্জ ফ্যাসিলিটি চালু হয়েছে এবং প্রায় ৩০০০ টি মিটার কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রিপেইড মোডে কমিশনিং করা হবে।

(খ) জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

জেজিটিডিএসএল সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত। কোম্পানির বিভিন্ন ধরণের মালামাল বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে রাখা হয়। ফলে, মালামালের ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন স্থান হতে মালামাল ইস্যু করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় কোম্পানির যাবতীয় মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সিলেট শহর সংলগ্ন দক্ষিণ সুরমা এলাকায় ৫.৫০ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে কোম্পানির কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং কোম্পানির অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অফিস স্পেস নির্ধারণ করতঃ কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাইপ ইয়ার্ডসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে “জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি বিগত ১ জুন ২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ২১৬৪.৮০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ মার্চ ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যাবতীয় মাস্টার প্লান, ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাস্টার প্লানসহ অন্যান্য স্থাপনার আর্কিটেকচারাল প্লান, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও প্রাক্কলন জমা প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত ডিজাইন এবং প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি'র আলোকে যাবতীয় কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে ২টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাটি পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৭৩৭৩ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক কাজ শুরু করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এডিপি বরাদ্দ বিভাজনের আলোকে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(গ) গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় শিল্প শ্রেণির গ্রাহক বরাবর গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত সম্পূর্ণ গ্রাহক অর্থায়নে ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৪৫৫ মিটার, ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ১,০০০ মিটার, ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪ মিটার এবং ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫,৯৭৫ মিটারসহ সর্বমোট ১৭,৪৪৪ মিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির গ্যাস সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫টি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫টি ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ৩টি শিল্পসহ মোট ৮জন গ্রাহককে গ্যাস

সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৬০% বেশী। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাঁড়িয়েছে ২,২১,১৪২ টি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সার কারখানা	-	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	-	১৯
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৩	৫	-	১৩১
সি এন জি	-	-	-	৫৯
শিল্প	২	৩	-	১৩০
চা-বাগান	-	-	-	১০০
বাণিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	-	-	৪৪	১২১৭
আবাসিক	-	-	২৭৯	২,১৯,৪৮৫
মোট	**৫**	**৮**	**৩২৩**	**২,২১,১৪২**

(ঙ) পূর্ত নির্মাণ কাজ ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (i) ৬৭.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবীগঞ্জ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ; (ii) ২৪.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাদিমনগরস্থ অফিসার্স হাউজিং কমপ্লেক্স-এর আনসার সদস্যগণের জন্য পুরাতন টিনশেড ঘর সংস্কার, মেরামত ও রংকরণসহ নতুন ১টি টিনশেড ঘর নির্মাণ; iii) ৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ ও কুচাই-ছাতক উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইন রুটে ৪০০টি মার্কার পেস্ট স্থাপন কাজ; iv) ১৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, সিলেট-এ স্থাপিত আরএমএস এরিয়ায় আনসার সদস্যগণের জন্য টিনশেড ঘর, ড্রেন নির্মাণ ও মাটি ভরাট কাজ; v) ২০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রায়নগর স্টাফ হাউজিং কমপ্লেক্স-এর ভবন ই-৫-এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং vi) ১১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ গ্যাস ভবনের ৯ম তলায় কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের দাপ্তরিক কক্ষ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) বিপণন কার্যক্রম ঃ

(ক) গ্যাস ক্রয় ঃ

কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০৪২.০০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৯৯৫.৫১৭ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। আলোচ্য অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৮.৩৩৮ ও ৪৮৬.৩৫৮ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ৯৪৪.৬৯৬ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড থেকে যথাক্রমে ১১৫২.৩৪৪ ও ১৮৯৮.৪৭৭ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ৩০৫০.৮২১ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) হতে সর্বমোট ৩৯৯৫.৫১৭ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৪ ঃ ৭৬, যা নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণ ঃ এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২০২৩		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়	
সরকারি	বিজিএফসিএল	৩৫৩.০০০	৪৫৮.৩৩৮	পেট্রোবাংলা কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় গ্যাস ক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
	এসজিএফএল	৫১০.০০০	৪৮৬.৩৫৮	
	মোট	**৮৬৩.০০০**	**৯৪৪.৬৯৬**	
আইওসি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১২০০.৭৬০	১১৫২.৩৪৪	
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	১৯৭৮.২৪০	১৮৯৮.৪৭৭	
	মোট	**৩১৭৯.০০০**	**৩০৫০.৮২১**	
সর্বমোট		**৪০৪২.০০০**	**৩৯৯৫.৫১৭**	

(খ) গ্যাস বিক্রয় ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪০৩০.৫৬০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৯৯৫.৫১৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৩৯৫৬.৮২৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫৭২.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় হয় ৪৯৭৪.৬৮ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

আয়তন ঃ এমএমসিএম ও মূল্য ঃ কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণী	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকৃত বিক্রয়	
	আয়তন	মূল্য	আয়তন	মূল্য
সার কারখানা	৩৮৩.৭৩০	৬১৩.৯৮	৩৩১.৬৫৪	৫৩০.৬৫
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	২৭৫৪.৪২০	১৩৮২.৭২	২৬৮৪.০৩৩	২৪০৯.০৩
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৪৩.২১০	৩৮৯.১২	২৮০.০৪৫	৫৮০.০২
সি এন জি	১৩১.২০০	৪৫৯.২১	১৩৭.৩৮৬	৪৮০.৮৫
শিল্প	৩০৬.১৯০	৩৬৬.৮২	৩১২.৬৮১	৫৯২.৮৬
চা বাগান	৩২.২০০	৩৮.৪২	২৯.৫৬৮	৩৫.২৮
বাণিজ্যিক (হোটেল,রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	২৩.৮২০	৪১.৭১	১৯.৫১৭	৫৪.৫০
গৃহস্থালি	১৫৫.৭৯০	২৮০.৪২	১৬১.৯৪২	২৯১.৪৯
মোট	**৪০৩০.৫৬০**	**৩৫৭২.৪০**	**৩৯৫৬.৮২৬**	**৪৯৭৪.৬৮**

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, আলোচ্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১.৮৩% হ্রাস পায় এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয় মূল্য ৩৯.২৫% বৃদ্ধি পায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া স্বত্বেও বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(গ) সিস্টেম লস ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস ০.৯৭%-এ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে, যা নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলোঃ

গ্যাস ক্রয়		গ্যাস বিক্রয়		সিস্টেম লস
১	২	৩	৪	৫={(১-৩)/১}×১০০
পরিমাণ (এমএমসিএম)	টাকা (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (এমএমসিএম)	টাকা (কোটি টাকায়)	শতকরা হার (%)
৩৯৯৫.৫১৭	৪৮৭২.১২	৩৯৫৬.৮২৬	৪৯৭৪.৬৮	০.৯৭

(ঘ) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম:

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিল্প শ্রেণিতে ০৩ টি, চা-শিল্প (চা-বাগান) ০১ টি, বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) আওতায় ০৯টি, আবাসিক ১,৩০৪ টিসহ মোট ১,৩১৭ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা অর্থের পরিমাণ ছিল ২১৭.০৩ লক্ষ টাকা। বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে ২২৯.৯৬ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ০২ টি শিল্প, ০১টি চা-বাগান, ০৯ টি বাণিজ্যিক এবং ১,০৮৮ টি আবাসিকসহ সর্বমোট ১,১০০ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থবছর ২০২২-২০২৩			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমান	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমান
শিল্প	০৩	১৩.২৫	০২	১১.৮৩
চা-শিল্প (চা-বাগান)	০১	৮.৩৪	০১	৪.৬৮
বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	০৯	৭.২৭	০৯	২৬.৯১
আবাসিক	১৩০৪	১৮৮.১৭	১,০৮৮	১৮৬.৫৪
মোট	১,৩১৭	২১৭.০৩	১,১০০	২২৯.৯৬

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বকেয়ার জন্য ১৩১৭টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ১১০০ টি পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪ এর আলোকে গ্রাহকগণ অবশিষ্ট ২১৭টি গ্যাস সংযোগ পরবর্তী এক বছরের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করতঃ পুনঃসংযোগ গ্রহণ করতে পারবে, অন্যথায় রাইজার কিলিংসহ স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(ঙ) অনলাইন বিলিং পদ্ধতি চালুকরণ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির অধিভুক্ত সিলেট বিভাগের আওতাধীন গ্যাস গ্রাহকগণের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল আদায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে চালু করা হয়েছে ঃ

- মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে অর্থাৎ মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে কোন ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ভিসা/মাস্টার লগো সম্বলিত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকে গমন ব্যতীতই যে কোন সময় গ্রাহকগণের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

- বিকাশ লিঃ, শিওর ক্যাশ, অগ্রণী দুয়ার সার্ভিসেস, রকেট এবং ওকে ওয়ালেট এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

- মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস Gpay এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস Robi Cash এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর ইউনিফাইড পেমেন্ট সিস্টেম একপে (Ekpay) এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

- ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ও ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে Application Programming Interface (API Based) রিয়েল টাইম গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।এছাড়াও কোম্পানির নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে কোম্পানির গ্যাস গ্রাহকগণের গ্যাস বিল আদায় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

(৩) আর্থিক কার্যক্রম ঃ

আমি এখন কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(ক) আয় ও ব্যয় ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানি গ্যাস বিপণন বাবদ ৪৯৭৪.৬৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ২৫৬.৮২ কোটি টাকাসহ মোট ৫২৩১.৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ৫৪৭.৫৪ কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ৪৪৫৪.২৩ কোটি টাকাসহ ৫০০১.৭৭ কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানি মোট ২২৯.৭৩ কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ১২৭.৫৯ কোটি টাকা করোত্তর নীট মুনাফা অর্জন করেছে।

(খ) সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল বাবদ ৪.৮২ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৪০.০০ কোটি, আয়কর বাবদ ৮০.৪৭ কোটি ও আমদানি শুল্ক বাবদ ০.১২ কোটি টাকাসহ মোট ১২৫.৪১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

(গ) হুইলিং চার্জ ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিটিসিএল, স্পার লাইন (পেট্রোবাংলা) এবং তিতাস গ্যাস-এর সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায় সরবরাহকৃত গ্যাসের হুইলিং চার্জ বাবদ ৮৫.৩০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) চার্জ ঃ

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানির বিপরীতে মূল্য পরিশোধের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে LNG চার্জ হিসেবে ৩৩৯৮.৯২ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঙ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) ঃ

গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের মজুদ/উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত খাতে মোট ১১৩.০৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

(চ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) ঃ

জ্বালানি ব্যবহার ও সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে মোট ১২০.১৪ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

(৪) বকেয়া রাজস্ব ঃ

কোম্পানির সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট জুন ২০২৩ পর্যন্ত গ্যাস বিল বাবদ পাওনা অর্থের পরিমাণ ২৮৩২.২৭ কোটি টাকা, যা ৪.৫৪ মাসের গড় বিলের সমতুল্য। কোম্পানির গ্রাহক শ্রেণী ভিত্তিক বকেয়ার পরিমাণ নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

কোটি টাকায়

গ্রাহক শ্রেণী	সরকারি/আধাসরকারি ২০২২-২০২৩	বেসরকারি ২০২২-২০২৩	মোট বকেয়া ২০২২-২০২৩	মাসিক গড় বকেয়া ২০২২-২০২৩	গড় বকেয়া মাস ২০২২-২০২৩
বিদ্যুৎ	১৩৫০.৮৩	৬২৬.৭৭	১৯৭৭.৬০	৩৫১.২৬	৫.৬৩
ক্যাপটিভ পাওয়ার	০.০৪	৮৩.১৩	৮৩.১৭	৬৮.২৪	১.২২
সার কারখানা	৪৭১.৯২	-	৪৭১.৯২	৫৪.৭১	৮.৬৩
শিল্প	০.০৬	১৫৭.৪৯	১৫৭.৫৫	৭৮.৫৭	২.০১
চা বাগান	-	৪.৬৫	৪.৬৫	২.৬৬	১.৭৫
সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন	-	৫২.৬১	৫২.৬১	৩৯.৯৬	১.৩২
হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য	-	৩৭.৬০	৩৭.৬০	৩.৭৭	৯.৯৭
আবাসিক	৬.৫১	৪০.৬৬	৪৭.১৭	২৪.২২	১.৯৫
মোট	১৮২৯.৩৬	১০০২.৯১	২৮৩২.২৭	৬২৩.৩৯	৪.৫৪

২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে বকেয়া স্থিতির পরিমান ২৮৩২.২৭ কোটি টাকা। উক্ত বকেয়া অর্থের মধ্যে বিদ্যুৎ শ্রেণীর বকেয়া ১৯৭৭.৬০ কোটি, সার কারখানার বকেয়া ৪৭১.৯২ কোটি, সরকারি দপ্তর/সংস্থার বকেয়া ৬.৫১ কোটি, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ ও চুনাকারখানা সমূহের নিকট মামলাজনিত বকেয়া (৫৭.৮৩ + ১৮.৩৫)=৭৬.১৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণীর বকেয়া ৩০০.০৬ কোটি টাকা, যা ১.৩৮ মাসের গড় বিলের সমতুল্য।

(৫) অপারেশনাল কার্যক্রম ঃ

(ক) ক্যাথডিক প্রটেকশন উন্নয়ন, মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপলাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপলাইন-এর ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেজিটিডিএসএল গ্যাস নেটওয়ার্ক-এর বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ৩৮ (আটত্রিশ) টি সিপি স্টেশন নিয়মিত সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, সিপি সিস্টেমের উন্নয়নের স্বার্থে ৬ টি নতুন টেস্ট পোস্ট স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঃ

জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন ০২ (দুই)টি টিবিএস, ৪১ (একচল্লিশ) টি ডিআরএস ও ২০ (বিশ) টি সিএমএস আছে। আলোচ্য টিবিএস এবং ডিআরএস এর মাধ্যমে ১৭ (সতের) টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত টিবিএস ও ডিআরএস সমূহের স্থাপিত সকল সরঞ্জামাদির রুটিন পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার কনফিগারেশনসহ মনিটরিংও ডাটা ডাউনলোড সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়। একই সাথে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নেটওয়ার্কে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। বছর ব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণির নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের জন্য আরএমএস কমিশনিং করা হয় এবং টাই-ইন কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১.৫ MMCFD বা তার বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ব্যবহারকারী শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকদের প্রতিষ্ঠানে আরএমএস নির্মাণ কাজ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন শাহজিবাজার ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার Best Energy Equipment (Tiajian) Company Ltd., China এর মাধ্যমে জেজিটিডিএসএল-এর তত্ত্বাবধানে ২৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন স্কিড মাউন্টেড রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং ষ্টেশন (আরএমএস) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আরএমএস টি প্রি-কমিশনিং শেষে গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(গ) পাইপলাইন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজ ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পাইপলাইন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজের আওতায় বিভিন্ন স্পটে ২" ব্যাসের ২৯৪ মিটার, ৩" ব্যাসের ৬৪.৯ মিটার ও ৪" ব্যাসের ৯৪.৯৮ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৪৫৩.৮৮ মিটার বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের পাইপলাইনের সাথে জেজিটিডিএসএল-এর গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের জন্য ০১ টি নতুন ভাল্ব স্টেশন নির্মাণ এবং জেজিটিডিএসএল-এর অধিভুক্ত এলাকায় বিদ্যমান ৩৪ টি ভাল্ব স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, ০৩ টি ভাল্ব স্টেশন উঁচুকরণ ও ২০০ টি ভাল্বপিট রক্ষণাবেক্ষণ/উঁচুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) মিটার সিলিং ও ক্যালিব্রেশন কাজ ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে গ্রাহক আঙিনায় স্থাপিত মিটার/গ্যাস সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতে টাইটেনিয়াম পুটি দ্বারা সিলিং/রি-সিলিং করা হয়। কোম্পানির ১৬ (ষোল)টি স্টেশনে স্থাপিত অরিফিস/টারবাইন মিটারসমূহের সংযুক্ত চার্ট রেকর্ডার ও ট্রান্সমিটার ক্যালিব্রেশন জিটিসিএল এবং গ্যাসফিল্ড সমূহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সিডিউল মোতাবেক সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও, জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন সিএমএস, টিবিএস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্থাপিত অরিফিস/টারবাইন মিটারসমূহে সংযুক্ত রেকর্ডার-এর ক্যালিব্রেশনও করা হয়। অন্যদিকে, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত বিভিন্ন মালামাল যেমন সার্ভিস টি, লক-উইং-কক, লক-উইং-বুশ, রেগুলেটর, রিপেয়ার ক্ল্যাম্প ইত্যাদির গুনগতমান যাচাই এবং বিভিন্ন টাইপের মিটার এর সঠিকতা পরীক্ষা কুচাইস্থ কোম্পানির নিজস্ব ওয়ার্কশপে করা হয়ে থাকে।

(৬) প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং সৌহার্দমূলক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে এ অর্থবছরে যে সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণী নিম্নরূপঃ

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ঃ

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৩ অনুযায়ী ৫১৬ জন কর্মকর্তা ও ৪০৮ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ৯২৪ জন লোকবলের বিপরীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা ২৮৮ জন এবং কর্মচারি ১৭২ জনসহ কোম্পানিতে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা মোট ৪৬০ জন, যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	কর্মকর্তার সংখ্যা			কর্মচারির সংখ্যা			মোট কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০২২-২০২৩	২৬৩	২৫	২৮৮	১৫৮	১৪	১৭২	৪২১	৩৯	৪৬০

এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী ৩৩৩ জন (আনসারসহ), ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে ১১৫ জন, অস্থায়ী কর্মচারি ৬৫ জনসহ মোট নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৫১৩ জন। সে হিসেবে কোম্পানিতে কর্মরত স্থায়ী, অস্থায়ী ও আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত সর্বমোট জনবল (৪৬০ + ৫১৩) = ৯৭৩ জন।

(খ) লোকবল নিয়োগ ঃ

কোম্পানিতে ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী মেডিক্যাল কর্মকর্তা (মহিলা) পদে ১ জন, সহকারি ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে ৮ জন, সহকারি ব্যবস্থাপক(অর্থ) পদে ১০ জন ও সহকারি প্রকৌশলী পদে ৪৪ জন সহ মোট ৬৩ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদানের পর   চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান এবং চাকরিতে যোগদান না করায় নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদের বিপরীতে প্যানেল হতে তিন ধাপে ৩৮(আটত্রিশ) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তদপরবর্তীতে চাকরি হতে ইস্তফা/ যোগদান না করায় বর্তমানে ৯ম গ্রেডভুক্ত সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ৫৪(চুয়ান্ন) জন সহকারি ব্যবস্থাপক/ সহকারি প্রকৌশলী কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

এছাড়া, ১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারি প্রকৌশলী পদে ৫ টি ডিসিপ্লিন-এ (সিভিল ৫, ইলেকট্রিক্যাল ৫, মেকানিক্যাল ৫, কম্পিউটার ৩ ও অটোমোবাইল ২) মোট ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৬ জুলাই ২০২২ তারিখে নিয়োগ পত্র জারি করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে মোট ১৬ (ষোল) জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। নিয়োগ পরবর্তীতে চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান এবং চাকরিতে যোগদান না করায় নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদের বিপরীতে প্যানেল হতে দুই ধাপে ১০(দশ) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তদপরবর্তীতে চাকরি হতে ইস্তফা/যোগদান না করায় বর্তমানে ১০ম গ্রেডভুক্ত সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ১৯(উনিশ) জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত, অফিস সহকারি পদে ৫ জন, হিসাব সহকারি পদে ৬ জন এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ১২ জনসহ মোট ২৩ জন কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে ২২ মার্চ ২০২৩ নিয়োগ পত্র জারি করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অফিস সহকারি পদে ২ জন, হিসাব সহকারি পদে ৩ জন এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ১০ জনসহ মোট ১৫ (পনেরো) জন কর্মচারি ১১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন।

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জন্য প্রণীত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৪ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা এবং কোম্পানিতে অনুষ্ঠিত ২৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৪৭ টি প্রশিক্ষণে ৫৩৭ জন কর্মকর্তা ও ১৩৬ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ৬৭৩ জন স্থানীয়/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কাজের স্বার্থে একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১৬ মে, ২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৬. ৩১.০০১.১৯-৭৬ সংখ্যক পরিপত্র অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সকল বৈদেশিক ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার স্থগিত করায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কোন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেননি।

(ঘ) কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন কোম্পানির কল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোম্পানি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ঃ

(i) শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ১৬জন, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় ১৪জন এবং স্নাতক/ স্নাতক (সম্মান), মেডিকেল (এমবিবিএস/সমমান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১০ জনসহ মোট ৪০ (চল্লিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(ii) ঋণ প্রদান কর্মসূচি ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ১৩.৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারে সরকারি নীতিমালার আলোকে আলোচ্য অর্থবছরে ৭ জন প্রথম শ্রেণি (গ্রেড-৯ ও তদুর্ধ্ব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৪.২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(iii) করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)ঃ

কোম্পানির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে CSR খাত হতে ১৮.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন-এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্ণিত অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ৪২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(iv) **বিভিন্ন জাতীয় দিবস, অন্যান্য দিবস, বনভোজন ও মিলাদ মাহফিল উদযাপনঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দিবসসমূহ যথাঃ মহান স্বাধিনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, শেখ রাসেল এর জন্ম দিবস এবং বনভোজন ও মিলাদ মাহফিল যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়েছে।

(৭) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)ঃ

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় (Government Performance Management System) বর্তমান সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানির কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর হতে পেট্রোবাংলার সাথে জেজিটিডিএসএল এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং এর বিপরীতে অর্জিত সাফল্য যথাসময়ে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হচ্ছে। গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ, গ্যাস বিল বকেয়া হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি তদারকির নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ তদারকি এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথারীতি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানির কর্মপরিবেশ, নৈতিকতা, নিরীক্ষা, ই-ফাইলিং, গ্রাহক সেবার মান-উন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জেজিটিডিএসএল-এর অর্জিত নম্বর ১০০-এর মধ্যে ৯৬.৯৪।

(খ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ই-গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। এতে মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। এ লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড এর ইনোভেশন টিম বিগত অর্থবছরে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ থেকে সেরা ০৩(তিন)টি উদ্ভাবনী ধারণা বাছাই করে এবং একটি ধারণা থেকে জেজিটিডিএসএল-এর মিটারযুক্ত গ্রাহকদের জিওলোকেশন সিস্টেম (কাস্টম ম্যাপ) বাস্তবায়ন করা হয়। গত ০২ মার্চ ২০২৩ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অফিসের ক্ষেত্রে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যা মোট নোটের কমপক্ষে ৮০% হতে হবে মর্মে কর্মপরিকল্পনাতে উল্লেখ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জেজিটিডিএসএল এর ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যা মোট নোটের ৮৫.০৯% ছিল।

মাঠ পর্যায়ের অফিসের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ ছিল এবং এ লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল এর তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয় ও এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে জেজিটিডিএসএল এ ০২(দুই)টি অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৪(চার)টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির ইনোভেশন টিমের নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিকট থেকে উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান করা হয়েছে।

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। কমিটি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন যথাযথ প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাসহ কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ও করণীয়/সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/সেমিনার,

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ণ্যান্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, গ্রাহক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহীতা শক্তিশালীকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক/অংশীজনদের সাথে অংশীজনের সভার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেবা গ্রহিতাদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানীন আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে গ্রাহকদের সরাসরি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের পরামর্শ ও সমস্যাদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১’ অনুসরণে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-৯ ভুক্ত ২ জন এবং গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত ২ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৮) পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন/পরিবহন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া, আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত রোপন ও পরিচর্যা করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,৫৩১ টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি। কোম্পানির সকল স্থাপনা (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ এবং এর কার্যকারিতা যাচাই, প্রত্যেক স্থাপনায় পানি ও বালি ভর্তি বালতি সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, নৈশকালিন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, স্থাপনায় বিভিন্ন সতর্কতা সাইনবোর্ড প্রদর্শন এবং যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা হয়। স্থাপনায় নিকটস্থ অগ্নিনির্বাপক অফিস ও হাসপাতালের ফোন নম্বর সংরক্ষণ, স্থাপনায় ফার্স্ট এইড বক্স সংরক্ষণ এবং সিপি স্টেশনের কার্যকারিতা নিয়মিত তদারকি করা হয়।

কোম্পানির সকল স্থাপনাসমূহ (ডিআরএস, টিবিএস,সিএমএস) এবং পাইপলাইন অপারেশন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তথা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন ও পরিবেশ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোটিভেশনাল কার্যক্রমের ফলে কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অত্র কোম্পানির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনার/অনুঘটনার বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	৩৯	বজ্রপাত, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার হতে লিকেজ এবং গ্রাহকের অসচেতনতা।
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ লিকেজের সংখ্যা	২৬৬	
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৮৫৭	
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	৩৬৯	
৫।	অন্যান্য	-	
	মোট	১,৫৩১	

জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভসহ সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের রাইজারসমূহের গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামত কাজটি কোম্পানির কারিগরি টিমের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে উন্মুক্ত পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) নিঃসরণ রোধ করা সম্ভব হয়,যা ওজন স্তরের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

(ক) EVC মিটার স্থাপন ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের জন্য গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার মিটার যেমন-ড্রায়াফ্রাম, রোটারী, টারবাইন, অরিফিস মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, গ্যাসের তাৎক্ষণিক চাপ, তাপমাত্রা এবং Super Compressibility Factor বিবেচনাক্রমে গ্যাস পরিমাপের লক্ষ্যে গ্রাহক আঙ্গিনায় সাধারণ মিটারের পরিবর্তে

EVC (Electronic Volume Corrector) যুক্ত টারবাইন মিটারও ব্যবহার করা হচ্ছে। ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার-এ প্রবাহিত গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক রেকর্ড থাকে বিধায় ডাটা আপলোড-ডাউনলোডসহ প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করা যায়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেজিটিডিএসএল-এর অধিভূক্ত এলাকায় শিল্প শ্রেণিতে ৭টি ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে ৫টিসহ ১২ টি নতুন ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানির অধিভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের আরএমএস/সিএমএস-এ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৯০টি EVC মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনের ফলে গ্যাসের সঠিক পরিমাপণসহ গ্রাহকের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ঃ

ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের আওতায় বিভিন্ন অবৈধ পাইপলাইন স্থাপন, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম ব্যবহার, অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং বা গ্যাস ব্যবহার জনিত যেকোন ধরনের অনিয়ম রোধে নিয়মিত গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন, অবৈধ/অননুমোদিত গ্রাহকের অপরাধ চিহ্নিত করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়া, গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জরিমানা ও সকল পাওনাদী আদায় স্বাপেক্ষে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় কর্তৃক পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়, যা কোম্পানির System Loss রোধেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম ব্যবহার, অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার ইত্যাদি অনিয়মের কারনে ৫৬ টি গৃহস্থলী, ০৫ টি বানিজ্যিক, ০১ টি শিল্প ও ০১ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ মোট ৬৩ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্যাস আইন-২০১০ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী জরিমানা ও অন্যান্য পাওনাদি আদায় সাপেক্ষে অনিয়মের কারণে বিচ্ছিন্নকৃত সকল শ্রেণির ৫০ জন গ্রাহক-কে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ বছরে অনিয়মের কারণে বিচ্ছিন্নকৃত ৬৩ জন গ্রাহকের বিপরীতে মোট পাওনার পরিমান ৫৩.৭৪ লক্ষ টাকা এবং সংযোগ প্রদানকৃত উল্লিখিত ৫০ জন গ্রাহকের বিপরীতে আদায়ের পরিমান ৫৩.২৯ লক্ষ টাকা।

এছাড়াও সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে অদ্যাবধি জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে জেজিটিডিএসএল-এর স্থাপিত সঞ্চালন উচ্চচাপ পাইপলাইনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান জোরালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) নিরীক্ষা আপত্তিঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত নিরীক্ষা আপত্তি জুন ২০২৩ পর্যন্ত		**জুন ২০২৩ পর্যন্ত নিষ্পত্তি**		**আপত্তি নিষ্পত্তি (%)**	**চলতি বছরে (২০২২-২০২৩) আপত্তি নিষ্পত্তি**	**জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি**	
সংখ্যা	জড়িত টাকা	সংখ্যা	জড়িত টাকা			সংখ্যা	জড়িত টাকা
৯৮৭	৩,৮৯৯.২৬	৮২৫	১,১৬৮.৯১	৮৩.৫৯%	২৯	১৬২	২,৭৩০.৩৫

(১০) ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও কর্ম-পরিকল্পনাঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

কোম্পানির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছেঃ

(ক) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প ঃ

গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা, গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ব্যয় ও গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা হ্রাস করার নিমিত্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন-এর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PDPP টি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের Draft Feasibility Study সম্পাদন করা হয়েছে। Draft Feasibility Study অনুযায়ী প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮,১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়ন নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(খ) শাহজীবাজার হতে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত ১২" Ø× ৫৭ কি.মি. × ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পঃ

হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় গ্যাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ সংকুলান না হওয়ায় হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল নেটওয়ার্কে গ্রাহকদের চাপজনিত সমস্যা হ্রাসকরণসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চাহিদামত গ্যাস সরবরাহ করার নিমিত্ত ২টি ডিআরএস মডিফিকেশনসহ ১২" Ø × ৫৭ কি.মি. × ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন-এর নিমিত্ত New Development Bank/বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩,৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

(গ) সিলেট শহর রিং মেইন বিতরণ লাইন এবং ব্যালেন্সিং গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পঃ

সিলেট বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ৪টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়ক ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কারণে জেজিটিডিএসএল-এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে, তাৎক্ষণিক লাইন মেরামতসহ স্থাপিত রাইজার স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সচল রাখার স্বার্থে নেটওয়ার্ক সুষমিকরণ-এর জন্য ১২" Ø × ৩৫ কিলোমিটার × ৬০ পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪টি অফটেক ভাল্ব স্টেশন স্থাপন, ডিআরএস/সিএমএস/টিবিএস-এর আপগ্রেডেশন/মডিফিকেশন কাজ, ২টি নদী ক্রসিং-এর কাজ এবং ৩টি সিপি স্টেশন নির্মাণ-এর নিমিত্ত NewDevelopment Bank/বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

(১১) কোম্পানির ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

ক) জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (JGTDSL) ও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত UNCITRAL Arbitration (PCA Case No. 2021-21) মামলাঃ

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (JGTDSL) ও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL) এর মধ্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ সালে ২০ বছর মেয়াদী গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (GSA) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত GSA'র Ceiling Price ও মূল্য পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট একটি ধারা রয়েছে। Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাথে সাথে BERC কর্তৃক গ্যাস ট্যারিফ নির্ধারিত হয়। তবে, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য Ceiling Price অতিক্রম করলে প্রযোজ্য Gas Price কি হবে সে বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ Ceiling Price এর অধিক হওয়ায় LHBL, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ-এ গ্যাস বিল পরিশোধ না করে Ceiling মূল্যে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে থাকায় গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর Termination Notice ইস্যু করা হয়।

JGTDSL কর্তৃক Termination Notice প্রদান করায় LHBL নোটিশের কার্যকারিতার উপর স্থাগিতাদেশ চেয়ে মহামান্য হাইকোর্টে Arbitration Application 5 of 2021 দায়ের করে এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে LHBL কর্তৃক JGTDSL বরাবর Arbitration Notice প্রদান করা হয়। Arbitration Application 5 of 2021 মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও GSA বাতিলের বিষয়ে ৩(তিন) মাসের স্থগিতাদেশ (Status quo) জারি করা হয় এবং জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর দাখিলকৃত গ্যাস বিল ও LHBL কর্তৃক পরিশোধিত বিলের Differential amount of money বাবদ ৮৬,০৩,৩৪,০৯২.০০ (ছিয়াশি কোটি তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বিরানব্বই) টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে মহামান্য হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর জমা প্রদানের জন্য LHBL কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে JGTDSL মহামান্য Appellate Division-এ CPLA NO. 694/2021 দায়ের করলে গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে মহামান্য অ্যাপিলেট ডিভিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন। রায়ে BERC কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল পরিশোধ এবং JGTDSL-এর বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে ৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে JGTDSL বরাবর পরিশোধের জন্য LHBL-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মহামান্য আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে LHBL ১০ কিস্তিতে JGTDSL বরাবর সমুদয় বকেয়া অর্থ (৯০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকা) যথারীতি পরিশোধ করেছে। এছাড়া, BERC নির্ধারিত মূল্যে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে।

অপরদিকে, LHBL কর্তৃক গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে JGTDSL বরাবর Arbitration নোটিশ প্রদান করায় ফেব্রুয়ারি,২০২১ হতে UNCITRAL Arbitration মামলা শুরু হয়ে আলোচ্য মামলার চূড়ান্ত শুনানী গত ১২-১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে শুনানী শেষে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে Arbitral Tribunal কর্তৃক আলোচ্য মামলার Final Award ঘোষিত হয়। Award টি লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL)-এর পক্ষে ঘোষিত হয়। ঘোষিত Final Award এর উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনাসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলোঃ

i) GSA'র ৩.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী Ceiling Price'র চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস বিল পরিশোধে LHBL এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উক্ত Ceiling Price যথাযথ (valid) এবং GSA'র শর্তানুযায়ী এটি প্রয়োগযোগ্য (Enforceable);

ii) বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের Appellate Division কর্তৃক CPLA NO. 694/2021 মামলায় গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ঘোষিত রায় অনুযায়ী LHBL কর্তৃক JGTDSL-এর অনুকূলে BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী পরিশোধিত বিল ও Ceiling Price-এর মধ্যকার পার্থক্যের অতিরিক্ত অর্থ JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর পরিশোধ এবং উক্ত রায়ের আলোকে LHBL কর্তৃক JGTDSL এর পাওনা বকেয়া হিসেবে পরিশোধিত ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- (নব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা সরল সুদে বিদ্যমান ব্যাংক রেইটের ১% অধিক হারে JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর পরিশোধ করতে হবে। উক্ত অর্থ Award ঘোষণার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে; এবং

iii) Arbitration মামলায় LHBL-এর Legal Cost বাবদ খরচকৃত মোট ১,৩১৮,৮৫৪.৭৭ মার্কিন ডলার এবং Arbitration Cost বাবদ প্রদেয় অর্থের অর্ধেক অর্থাৎ GBP ২৩৬,৭৫৮ পরিমাণ অর্থ জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর Award ঘোষণার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, দেশে বিদ্যমান তীব্র গ্যাস সংকটের কারণে সরকার উচ্চমূল্যে বিদেশ হতে LNG (Liquefied Natural Gas) আমদানি করে বিদ্যুৎ, সার, সিমেন্ট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু JGTDSL ও LHBL এর মধ্যকার UNCITRAL Arbitration-এ Arbitral Tribunal কর্তৃক ঘোষিত রায়ের আলোকে LHBL-কে BERC প্রবর্তিত Tariff (প্রতি ঘনমিটার ৩০.০০ টাকা) এর পরিবর্তে GSA-তে উল্লিখিত Ceiling Price-এ (প্রতি ঘনমিটার ১০.৬৭ টাকা) গ্যাস সরবরাহ করা হলে এ কোম্পানির বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিন যাবত অর্থাৎ আলোচ্য চুক্তির মেয়াদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত LHBL-কে Ceiling Price-এ গ্যাস সরাবরাহ করা হলে JGTDSL একটি রুগ্ন ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব হারাবে।

JGTDSL ও LHBL এর মধ্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ বছর ময়োদী গ্যাস বিক্রয় চুক্তির মেয়াদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। আলোচ্য GSA-তে উল্লেখ রয়েছে যে, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৮ মাস পূর্বে যে কোন পক্ষ কর্তৃক চুক্তি নবায়ন/বর্ধিত করা হবে না মর্মে Termination Notice প্রদান না করলে চুক্তির মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫(পাঁচ) বছর বৃদ্ধি পাবে। বর্ণিতাবস্থায়, গত ৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৫০৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য গ্যাস বিক্রয় চুক্তির (GSA) মেয়াদ আর বর্ধিত করা হবে না মর্মে JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর শীঘ্রই Termination Notice ইস্যু করা হবে।

খ) জেজিটিডিএসএল-এর বিতরণ মার্জিনহ্রাস ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর সকল শ্রেণীর গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিতরণ মার্জিন ১৮.০০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, গ্যাস বিক্রির উপর আরোপিত উৎসে কর কর্তনের পর বিতরণ মার্জিন খাতে রাজস্ব আয়ের বদলে এ খাতে কোম্পানিকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বিধায় ভবিষ্যতে কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে।

গ) জেজিটিডিএসএল-এর গ্যাস বরাদ্দহ্রাস ঃ

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান গ্যাস সংকটের কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দহ্রাস করার ফলে গ্রাহকদের চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহ করতে না পারায় কোম্পানির রাজস্ব আয়ও সে অনুপাতেহ্রাস পাচ্ছে বিধায় এ বিষয়টি কোম্পানির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে কোম্পানির কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জালালাবাদ গ্যাসের সার্বিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পাদনে সময়োপযোগী দিক্-নির্দেশনা, সহায়তা ও আমাদের উপর অবিচল আস্থা রাখার জন্য পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদেরক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন এবং মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার সার্বিক সহযোগিতার ফলে কোম্পানির সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ জন্য পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে দক্ষতার সাথে কোম্পানির কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন পরিচালকমন্ডলী তাতে সন্তোষ প্রকাশ করছে। কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও ঋণ দাতা সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতিতে সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। দক্ষতার সাথে আমাদেরকে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। আমি আশা করি, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মেধা, দক্ষতা, পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে এ কোম্পানি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আজকের এ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এ প্রতিবেদন শোনার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে কোম্পানির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

(জনেন্দ্র নাথ সরকার)
চেয়ারম্যান
জালালাবাদ গ্যাস পরিচালনা পর্ষদ